26

দৈনিক বাংলা

তারিখ 22 NOV 1994
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

মার্চের আগে স্কুলের ছাত্ররা নতুন পাঠ্যপুস্তক পাবে না

মিডিয়া সিন্ডিকেট ঃ তীব্র কাগজ সংকটের জন্য আগামী মার্চের আগে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের হাতে নতুন শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যপুস্তক যাচ্ছে না। প্রতিবছর পাঠ্যপুস্তক ছাপার কাজ নবেম্বর মাসে শেষ হয় এবং ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে সরবরাহ শুরু হয়। এবার তা হচ্ছে না। ফলে ছাত্রছাত্রীদের আগামী শিক্ষাবর্ষের লেখাপড়ায় সমস্যা দেখা দেবে। তাছাড়া ভ্যাটের কারণে আগামী বছর থেকে নতুনভাবে মুদ্রিত স্কুলের পাঠ্যপুস্তকের দাম ৩০ ভাগ বাড়বে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

সোমবার পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি মিডিয়া সিন্ডিকেটকে জানিয়েছে, তাদের চাহিদার সাড়েতিন হাজার মেট্রিক টন কাগজের মধ্যে এ পর্যন্ত মাত্র তিনশত বিশ টন কাগজ পাওয়া গেছে। এতে মোট পাঠ্যপুস্তকের মাত্র শতকরা ১০ ভাগ বই ছাপার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বাকি ৯০ ভাগ বাই ছাপার কাজ এখনো অনিশ্চিত। প্রতিবছর জুন থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে মিল থেকে নতুন পাঠ্যপুস্তক ছাপানোর জন্য কাগজ সরবরাহ সম্পন্ন হয়।

এ ব্যাপারে বেশ কয়েকবার আন্তঃ মন্ত্রণালয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতি বৈঠকেই কাগজ সরবরাহের কয়েকটি তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছিল। কিন্তু কোনটাই বাস্তবায়িত হয়নি। সর্ব শেষ বৈঠকে ৩০ নবেম্বরে ৭০০ মেঃ টন ও ১ জানুয়ারী ৭০০ মেঃ টন কাগজ সরবরাহের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ব্যাপারেও সন্দিহান। তাছাড়া সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হলেও চাহিদার ৫০ ভাগ মাত্র কাগজ

(৪-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

মার্চের আগে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা নতুন পাঠ্যপুস্তক পাবে না

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

জানুয়ারী মাস পর্যন্ত পাওয়া যাবে।

উচ্চ মাধ্যমিক বাংলা, নবম ও দশম শ্রেণীর কৃষি পুস্তক ছাপানোর জন্য প্রয়োজন ১২ হাজার রিম সাদা কাগজ। এ পর্যন্ত মাত্র ৩ হাজার ৬শ' রিম কাগজ সরবরাহ করা হয়েছে। প্রায় এক মাস আগে পুস্তক প্রকাশকরা ৪ কোটি টাকা টেক্সটবুক বোর্ডে জমা দিয়েছে।

অপরদিকে নিউজপ্রিন্টসহ কাগজ আমদানীর অনুমতি দেয়া হলেও কোন কাগজ ব্যবসায়ী নিউজপ্রিন্ট আমদানীর ব্যাপারে এখন পর্যন্ত উৎসাই দেখায়নি বলে কাগজ ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন। কাগজ ব্যবসায়ী সমিতি সূত্রে প্রকাশ এখন পর্যন্ত কেউ নিউজপ্রিন্ট আমদানীর জন্য এলসি খুলেছে বলে তাদের জানা নেই। ব্যাপকভাবে শুল্ক আরোপ এর কারণ। কাগজ আমদানী করতে হলে ১৫ ভাগ শুল্ক, ১৫ ভাগ ভ্যাট, আড়াই ভাগ লাইসেন্স কর দিতে হবে। এতে প্রতিটন কাগজের মূল্য পড়ে ৪০ হাজার টাকা। এ টাকায় ঢাকার নয়াবাজারেই নিউজপ্রিন্ট পাওয়া সম্ভব। বিসিআইসি নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে টন প্রতি প্রায় ২০ হাজার টাকা বেশী দিয়ে কাগজ আমদানী করতে হবে নয়া আমদানী নীতিতে।

নিউজপ্রিন্ট আমদানীর ব্যাপারে ব্যবসায়ীদের অনীহা থাকলেও ভারত থেকে ব্যাপকভাবে সাদা কাগজ আমদানী হচ্ছে। বিক্রিও হচ্ছে চড়া দামে। প্রতি ৪ বেল সাদা কাগজ ১০ থেকে ১২ হাজার টাকা বেশী দামে বিক্রি হচ্ছে। আগে প্রতি ৪ বেল সাদা কাগজে পাইকারী ব্যবসায়ীরা ৫শ' থেকে এক হাজার টাকা লাভ করতো। বর্তমান লাভ ৮ থেকে ১০ হাজার টাকা।

কাগজ ব্যবসায়ীরা বিসিআইসির বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেছে, ৬ মাস আগে কাগজের জন্য ১৪ কোটি টাকা তারা জমা দিয়েছে। কিন্তু মিল থেকে কাগজ সরবরাহ করা হচ্ছে না। এ জন্যেই সংকট এবং মূল্যবৃদ্ধি।

সারাদেশে তীব্র কাগজ সংকট থাকলেও চড়া দাম দিলে কাগজের কোন অভাব নেই। মিল রেটের টন প্রতি ১৯ হাজার টাকার বদলে টন প্রতি ৪০ থেকে ৪৫ হাজার টাকা প্রদান করলে পর্যাপ্ত পরিমাণ নিউজপ্রিন্ট পাওয়া যায়। বিসিআইসি'র কয়েকজন কর্মকর্তা তীব্র কাগজ সংকটের জন্য ব্যবসায়ীদের দায়ী করেছেন। তাদের মতে, ব্যবসায়ীরা গুদামজাত করে সংকট সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু সংকট দূর করা বা কাগজের দাম কমানোর ক্ষেত্রে বিসিআইসি এখনো পর্যন্ত কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি বলে পর্যবেক্ষক মহল মনে করেন।